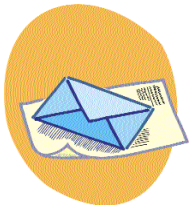

চিঠিপত্র

প্রশাসনিক সংস্কার শুধুই স্বপ্ন

টিআইবি নিউজিলেটারে (বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪) প্রশাসনিক সংস্কারে বাধা কোথায় শীর্ষক সম্পাদকীয় পড়ে ভাল লেগেছে। বিশেষ করে ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত গৃহীত যে উদ্যোগ গুলো প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ ছিল প্রশংসনীয়। আসলে বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার শুধুই স্বপ্ন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রায় এক বছর আগে সরকারের কাছে অনেকগুলো সুপারিশ করে। যেমন নাগরিকদের সেবাদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও সেবার মান উন্নয়ন, সচিবালয়ে পত্র গ্রহণ ব্যবস্থা, স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ, ন্যায়পাল নিয়োগ, ভ্রমন কর আদায় সহজীকরন, রাজস্ব বাজেটভুক্ত বিদ্যমান জনবলের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, বেসামরিক সরকারী চাকরিজীবীদের পেনশন পরিশোধ সহজীকরন ও বিড়ম্বনা দূরীকরন, প্রাদিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন, বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন আধুনিকায়ন, একই স্থানে সকল ইউটিলিটি পরিশোধ ব্যবস্থা, কতিপয় অধিদপ্তর বিলুপ্তি প্রভৃতি। কিন্তু সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ নেই।

সোমা, লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতার অপব্যবহার

বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যক সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন যারা দুর্নীতি করেন না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেন না। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান পেনাল কোডে দুর্নীতির যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তাতে বলা হয়- ফৌজদারী সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, সরকারী ক্ষমতা বা পদমর্যদা- প্রয়োগের মাধ্যমে নিজ বা অন্য কারোর জন্য অবৈধভাবে আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা, আয়ের সঙ্গে কোন ব্যক্তির অসঙ্গতি পূর্ণ সম্পত্তি অর্জন করা এসব হচ্ছে দুর্নীতি।

বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারীরা যে শুধু আর্থিক সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই গর্হিত আচরণ করেন তা নয়। অনেক সময় বিলাসবহুল জীবন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

জিয়াউল হক
উত্তরা, ঢাকা

দুর্নীতি দমন ব্যুরো আসলে কি

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে 'হাত বাঁধা সাতারু নামে' অভিহিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্নীতি দমন ব্যুরো এমন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যা পরিচালিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে। সার্বিক ভাবে ব্যুরো জনগনের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে আমাদের প্রশ্ন দুর্নীতি দমন ব্যুরো আসলে কি?

তৃপ্তি
খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, খুলনা

অভিভূত

দুর্নীতি রোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যশনাল বাংলাদেশ যে কার্যক্রম চালাচ্ছে তা জানতে পেরে আমি অভিভূত। আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় এ ব্যাপারে অবহিত।

খায়রুল আলম চৌধুরী
chowdhury@khairulalam.prsnet.co.uk.
London

ভোটার তালিকা

দুর্নীতি আমাদের দেশে এখন অতি স্বাভাবিক বিষয়। প্রায় তেইশ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশের সাড়ে সাত কোটি ভোটার তালিকা মুদ্রণ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে অতি সম্প্রতি। নির্বাচন কমিশনের শর্তানুযায়ী ভোটার তালিকা মুদ্রণ কাজে অফসেট প্রেস এবং পিএস প্লেট ব্যবহারে নির্দেশ থাকলেও মুদ্রণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো লংঘন করেছে এই নিয়ম। এতে সহযোগিতা করেছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা।

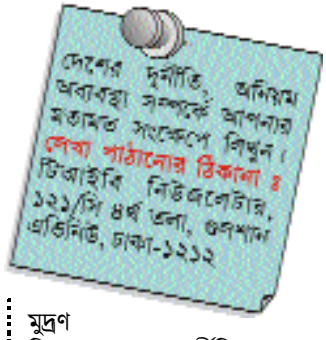

মহসিন চৌধুরী
চকবাজার, চট্টগ্রাম

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কথা সেই পাকিস্তান আমল থেকে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তা শুধু স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মানুষ প্রতিকারের জন্যই বিচারালয়ে যায়। সেখানে স্বাধীনভাবে বিচারটি সম্পন্ন হোক এটাই সকলের প্রত্যাশা, আর সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা।

সোহেল
ইউসুফ স্কুল রোড, কুমিল্লা

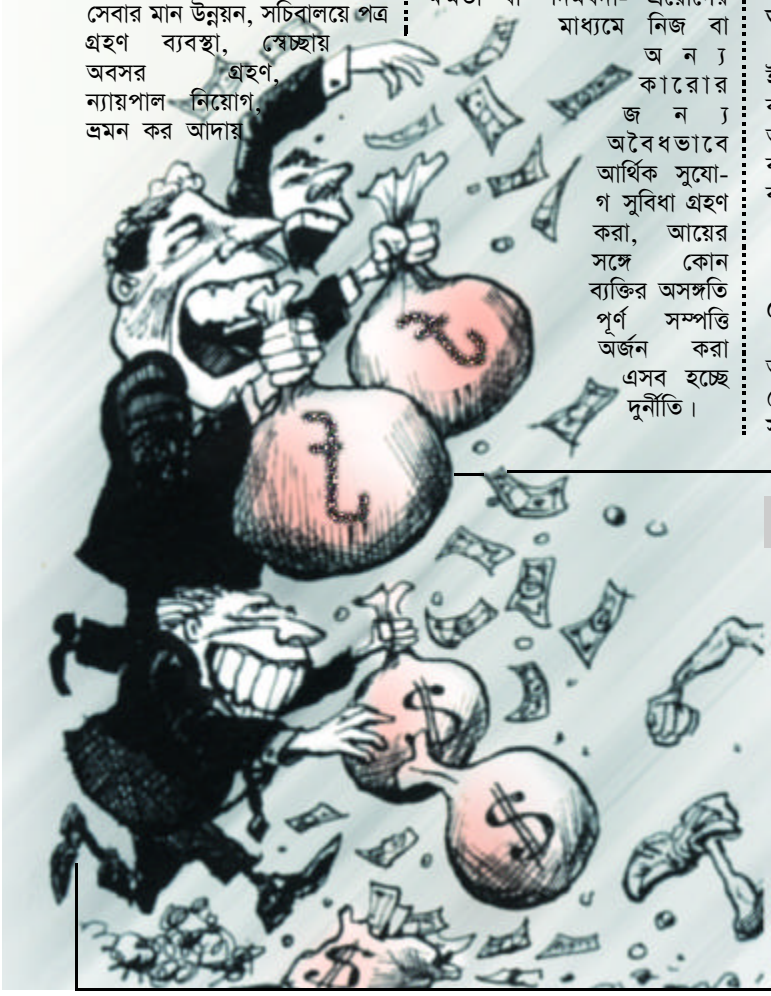

কাস্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর গবেষণা

কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারের রাজস্বকে নিজের সম্পত্তি মনে করে তা না হলে ঐ সমস্ত অসাধু কর্মকর্তা এত বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা-বানিজ্য করে কি করে? দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে কাস্টমস অফিস। কয়েক বছর চাকরি করতে না করতেই তারা বনে যান কোটিপতিতে। কাস্টমসে রাজস্ব আদায় করার পরিবর্তে নিজস্ব আদায় চলছে। এসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়না বলেই তারা একের পর এক অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কাস্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর গবেষণা করলে তাদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের উৎস কি তা বেরিয়ে আসবে।

এ্যামিলি শাহিন
২য় বর্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা